গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা
www.fireservice.gov.bd

"মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি
সেবা, ত্যাগ ও অগ্রগতি"

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল মহাপরিচালক
সভার তারিখ	:	১৬/০৩/২০২২ খ্রিঃ
সময়	:	১১:০০ ঘটিকা
স্থান	:	অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষ

সভায় উপস্থিত সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাদের নামের তালিকা : পরিশিষ্ট 'ক'।

অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত জনাব আফরোজা আক্তার রিবা, সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা-১ ও ২ শাখা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সরকারি/বেসরকারি ও বিভিন্ন সংস্থা হতে আগত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। সভায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর প্রদত্ত বিভিন্ন নাগরিক ও দাপ্তরিক সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাসমূহ নিম্নরূপ :

(ক) এ এম নাসির উদ্দিন, ম্যানেজার, ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ তার বক্তব্যে জানান যে, সীমিত জনবল নিয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স যে সেবা দিচ্ছে তা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স যে কোন দুর্যোগে মোকাবিলা করতে সক্ষম কিন্তু SOP (Standing Operation Procedure) অথবা SOD (Standing Order on Disaster) আলোকে ওয়ার্ড/ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ কমিটির মত তৃনমূলে ফায়ার সার্ভিসকে কিভাবে জনসম্পৃক্ত করা যায়। যদি আগামী ০৫ বছরে অবকাঠামো উন্নয়ন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণকে সামনে রেখে ফায়ার সার্ভিসের স্টাকচারাল পরিবর্তন করা যায় তাহলে SOD ও Disaster Management Act এর সাথে মিল থাকবে এবং কো-অর্ডিনেশন করা সহজ হবে। আগামী ০৫ বছরে অবকাঠামো পরিবর্তনে এনজিওদের ভূমিকা কি হবে এবং ফায়ার সার্ভিসের পুনর্গঠন পরিকল্পনায় প্রাইভেট সেক্টর এবং এনজিওকে কিভাবে দেখা যাবে এ বিষয়ে তিনি ফায়ার সার্ভিসের মতামত জানতে চান।

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লে: কর্নেল জিল্লুর রহমান, পিএসসি জানান যে, কোনো স্থানে যদি অগ্নিদুর্ঘটনার সংঘটিত হয় তাহলে ফায়ার সার্ভিস সেখানে অগ্নিনির্বাপণ করে। এটা হলো মোট কর্মকান্ডের ৫০%, বাকী ৫০% এর উত্তর দেওয়া আছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোডে। সবাইকে বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোর্ড এর বিষয়ে কিছু ধারণা নেওয়ার অনুরোধ জানানো হলো। এছাড়া আগুন লাগলে অতি দ্রুত নির্বাপণ করার লক্ষ্যে ভবন মালিক অথবা ভবন ব্যবহারকারী মডার্ণ ফায়ার সেফটি কনসেপ্ট অনুযায়ী অগ্নিনির্বাপণী সরঞ্জামাদি ও ভূমিকম্প প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাদি রাখতে হবে। তাছাড়া নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং ০৬ মাস পরপর কল কারখানার অগ্নিনিরাপত্তা পরীক্ষাকরণ ও প্রয়োজনে পরিবর্তন/পরিবর্ধন/নতুন প্রযুক্তি সংযোজন করতে হবে। দুর্যোগকালীন সময়ে সকল সংস্থা যদি একত্রে কাজ করে তাহলে বাংলাদেশের মানুষ সবচেয়ে ভালো সেবা পাবে।

এ বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ হাবিবুর রহমান আরো জানান যে, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ সরকারের একটি স্বীকৃত কৌশল। যার দুটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, জনগণকে সম্পৃক্ত করা ও সম্পদের মবিলাইজেশন বাড়ানো। যেহেতু ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স একটি বিশেষায়িত সংস্থা এক্ষেত্রে অন্যান্য সরকারি দপ্তরের মত এনজিওদের ভুমিকা থাকবে। সেমোতাবেক সিডিএমপির সহায়তায় ৬২ হাজার ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণের কর্মসূচিতে ইতোমধ্যে ৪৮ হাজার ভলান্টিয়াকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচিতে কোনো সংস্থাকে যুক্ত করা যায় কিনা অথবা রাজস্ব খাত হতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা যায় কিনা এ ব্যাপারে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে আমাদের জনবল ১৩ হাজার বিদ্যমান রয়েছে এবং নতুন অর্গানোগ্রামের মাধ্যমে ৩০ হাজার জনবল উন্নীতকরণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। সকল প্রকল্প শেষে ফায়ার স্টেশনের সংখ্যা হবে ৭২০টি এবং সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্যাটাগরি ফায়ার স্টেশনে জনবল বৃদ্ধি করা হচ্ছে। মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় বালুয়াকান্দি ইউনিয়নের রাইপাশা মৌজায় UNDP অর্থায়নে একশত একর জায়গায় ফায়ার একাডেমি তৈরি কাজ চলমান রয়েছে।

চলমান-২

(খ) জনাব রওশন আরা শিমু, প্রজেক্ট অফিসার, এনজিও কর্মী জানান যে, আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে ১২০০জন ভলান্টিয়ার ফায়ার সার্ভিস থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছেন। ভলান্টিয়ারদের প্রশিক্ষণ পরবর্তীকালে কিভাবে ফায়ার সার্ভিসের সাথে সম্পৃক্ততা করা যায় এবং একটি সুনিদিষ্ট কমান্ডের মাধ্যমে একযোগে কাজ করার জন্য প্লাটফর্ম তৈরির চিন্তা এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীদের পোশাক ও আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া যায় কিনা এ বিষয়ে তিনি জানতে চান।

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ হাবিবুর রহমান জানান যে, প্রশিক্ষিত ভলান্টিয়ারদের সকল তথ্য এলাকাভিত্তিক ডাটা তৈরি রয়েছে এবং তাদের মধ্যে সতেজকরণ কোর্স পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল ভলান্টিয়াদের মধ্যে পোশাক সামগ্রী বিতরণ ও একটি নিদিষ্ট সময়ে কাজের মূল্যায়ন করে তাদের পুরস্কৃত করার বিষয়ে সক্রিয় চিন্তাভাবনা রয়েছে। অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধার কাজে তাদের সহযোগিতা অবশ্যই প্রশংসনীয়।

(গ) জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, বিজিএমইএ (ফায়ার সেফটি সেল) জানান যে, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স একমাত্র প্রতিষ্ঠান যারা যেকোনো ধরনের হেনোস্তা ছাড়া মানুষকে সেবা দিয়ে থাকে। জরুরি নম্বর ১১ ডিজিটের পরিবর্তে ৩ ডিজিটে আনা, জরুরি নম্বরে কল করলে ওয়েলকাম টোন এ ফায়ার বিষয়ক সেফটি টিপস বিষয়ে প্রচার করা, ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি যাতায়াতের জন্য আলাদা ইমার্জেন্সি লেন, অগ্নিনির্বাপণে নিরবিচ্ছিন্ন পানির সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে স্ট্রিট হাইড্রেন্ট স্থাপন করা যায় কিনা তিনি এ বিষয়ে জানতে চান।

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ হাবিবুর রহমান জানান যে, বর্তমানে জরুরি নম্বর ১৬১৬৩ চালু করা হয়েছে। এটি প্রচারণার জন্য প্রতি সপ্তাহে ৩টি করে পত্রিকায় ও ১৬টি টেলিভিশন চ্যানেলে অনবরত প্রচার করা হচ্ছে। ফায়ার সার্ভিসের গাড়ির জন্য আলাদা ইমার্জেন্সি লেন করার বিষয়ে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। অগ্নিনির্বাপণের সুবিধার্থে গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে সরকারি খাস পুকুর নির্ধারণ করা আছে যা ফায়ার সার্ভিসের ব্যবহারের জন্য জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবরে উক্ত পুকুর ব্যবহারের জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে।

(ঘ) জনাব আব্দুল বাসেদ সরকার, উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা জানান যে, আগুন লাগার পর যেসকল সংস্থাগুলো প্রথম রেসপন্স করে তাদেরকে নিয়ে সম্মিলিতভাবে একটি মোবাইল অ্যাপস্ করা যায় কিনা?

এ বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ হাবিবুর রহমান জানান, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর নিজস্ব অ্যাপস্ পাইলটিং পর্যায়ে আছে। প্রত্যেকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে অটো কানেকশনের মাধ্যমে সকল স্টেশন ও অধিদপ্তরসহ একসাথে যুক্ত থাকবে এবং পরবর্তীতে সম্মিলিতভাবে একটি মোবাইল অ্যাপস্ তৈরি করা হবে।

(ঙ) জনাব আলী মোর্শেদ খান, ম্যানেজার, তিতাস গ্যাস, ঢাকা জানান যে, ঢাকা শহরে সরকারি বহুতল ভবনের সুরক্ষায় ফায়ার সার্ভিসের কি ধরনের কর্মপরিকল্পনা আছে?

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ হাবিবুর রহমান জানান, প্রত্যেক দুর্ঘটনায় তিনটি পর্যায় থাকে পূর্বকালীন, সময়কালীন, পরবর্তীকালীন যা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অনুসরণ করে । এছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে ফায়ার সেফটি প্লানে বিদ্যমান বিধিবিধান অনুসরণ করলেই দুর্ঘটনার হার অনেকাংশে কমে আসবে।

এ বিষয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লে: কর্নেল জিল্লুর রহমান, পিএসসি জানান যে, ঢাকা শহরে ২০২০ সালের পর থেকে যে সকল ভবনের নির্মাণ কাজ চলছে বা হতে যাচ্ছে সেসকল ভবনের অগ্নিনির্বাপণ জোরদারের লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক সেফটি প্লান অনুমোদন প্রদান করা হচ্ছে।

(চ) জনাব নুরুল আমিন, উপপরিচালক, রেড ক্রিসেন্ট জানান যে, অগ্নিনির্বাপণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ভলান্টিয়ার ও স্কুল কলেজের রোবার স্কাউটদের ফায়ার সার্ভিসের জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া যায় কিনা এবং সিলিন্ডারের আগুন কন্ট্রোল, ফায়ার বল ও অন্যান্য বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যায় কিনা এ বিষয়ে জানতে চান।

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ হাবিবুর রহমান জানান যে, ব্যবহৃত সিলিন্ডার মডিফাইড হয়ে নতুন করে যাতে ব্যবহার করা না হয় সে ব্যাপারে বিস্ফোরক অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থার সাথে ফায়ার সার্ভিসসহ একটা কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০১৯ সালের ২০ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পরিদর্শনকালে সর্বশেষ অনুশাসন অনুযায়ী বিআরটিএর সাথে মিলে যানবাহনে ব্যবহৃত সিলিন্ডারগুলো ঝুঁকিমুক্ত এবং নতুন সিলিন্ডারের মাননিয়ন্ত্রণ কিভাবে করা যায় তার কাজ চলমান রয়েছে। নিয়োগের ক্ষেত্রে ভলান্টিয়ারের অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়।

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লে: কর্নেল জিল্লুর রহমান আরো জানান যে, ফায়ার বল আগুনে ততটা কার্যকরী না, তাই অগ্নিনির্বাপণে ফায়ার এক্সটিংগুইসার ব্যবহার করতে হবে।

চলমান-৩

(ছ) জনাব ফিরোজ আলম, নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা ওয়াসা জানান যে, পুরাতন ঢাকার বিভিন্ন রোডে ফায়ার হাইড্রেন্ট পয়েন্ট তৈরি করা হয়েছে। যদি পয়েন্টগুলোতে ফায়ার সার্ভিস ও ওয়াসা যৌথভাবে ডেমোনেসট্রেশন করা হলে অগ্নিনির্বাপণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এছাড়া পুরান ঢাকাতে ০৬টি ফায়ার স্টেশনের সাথে ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়ে এমওইউ করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ হাবিবুর রহমান জানান যে, সরকারি/বেসরকারি ভবনে ফায়ার ড্রিল প্রদান করার সময় চারটি বিষয় দেখা হয়। প্রথমত, অগ্নিনির্বাপণী ব্যবস্থা ঠিক আছে কিনা যাচাই করা, দ্বিতীয়ত ফায়ার এক্সটিংগুইসারের গুণগত মান যাচাই, তৃতীয়ত সচেতনতামূলক ব্রিফিং ও চতুর্থ ফায়ার ড্রিল প্রদান করা হয়।

(জ) জনাব সরোয়ার জাহান, ডিজিএম, রিহ্যাব জানান যে, রিহ্যাবকে ডেভেলপার প্রতিষ্ঠান গণ্য না করে বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ এর মত গণ্য করা যায় কিনা?

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ হাবিবুর রহমান জানান যে, সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী এখন থেকে যে ভবনে অগ্নিদুর্ঘটনা ঘটবে সে ভবনগুলো কোন্ রিয়েল এস্টেট কোম্পানী তৈরি করেছে তার তথ্য সংগ্রহ করে তাদের সিস্টেমের কোনো ত্রুটি আছে কিনা তা দেখতে হবে।

(ঝ) জনাব দেওয়ান নুরুল হুদা, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর জানান যে, বহুতল ভবন বলতে বিএনবিসি-২০২০ এ ১০তলার উপরে কিন্তু ফায়ার প্রটেকশন ও প্রিভেশন রুলে ৭ তলার উপরে। এ বিষয়ে সমন্বয় করা যায় কিনা?

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ হাবিবুর রহমান জানান, এ বিষয়টির ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন রয়েছে। তাই বিএনবিসি সংশোধনের সময় ফায়ার সার্ভিসের প্রতিনিধি এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন। আশা করি এ বিষয়ে সুরাহা হবে।

(ঞ) জনাব রামকৃষ্ণ রায়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন তার বক্তব্যে জানতে চান, ফায়ার সেফটি প্লান করার জন্য কনসাল্ট ফার্মের নামের তালিকা আপডেট করা যায় কিনা?

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ হাবিবুর রহমান জানান, অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা সংশোধনের কাজ প্রায় শেষের দিকে, এটি সংশোধন হলেই ফায়ার সেফটি প্লান করার জন্য ফার্মগুলোর নামের তালিকা আপডেট করা হবে।

(ট) জনাব গোলাম রাব্বানী, ভলান্টিয়ার, সাভার ফায়ার স্টেশন জানান যে, সাভারে ভলান্টিয়ার তৈরির ব্যাপারে এনজিওগুলোর কি ধরনের নির্দেশনা আছে এবং সিটি কর্পোরেশনে ওয়ার্ড ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কমিটির মধ্যে ভলান্টিয়ার অর্ন্তভূক্ত করা যায় কিনা তিনি জানতে চান।

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ হাবিবুর রহমান জানান, এ বিষয়ে একটি গাইডলাইন তৈরি করা হবে। গ্যাপ এরিয়ার জন্য যেভাবে ফায়ার স্টেশন তৈরি করা হচ্ছে সেভাবে গ্যাপ এরিয়াতে ভলান্টিয়ার অর্ন্তভূক্তকরণের ব্যবস্থা করা হবে।

(ঠ) জনাব উম্মে সালমা, শ্রম পরিদর্শক, কলকারখানা পরিদপ্তর জানান যে, ফায়ার সার্ভিস কিভাবে কলকারখানা/প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন করে থাকে এবং কোন আইনের আওতায় আনা যায় কিনা?

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ হাবিবুর রহমান জানান, মোবাইল কোর্টে সাজা দেওয়ার সর্বোচ্চ ক্ষমতা ২ বছর কিন্তু অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন-২০০৩ এ সাজার সর্বনিম্ন মেয়াদ ৩ বছর। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সময় জরিমানার প্রদানের ক্ষেত্রে কারাদন্ড অথবা উভয় দন্ড প্রদান করা হয় কিন্তু অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন-২০০৩ এ একসাথে তিনটি দেওয়া হয়েছে যা পৃথিবীর কোন আইনে নেই। তাই এটি সংশোধন করা হচ্ছে। সংশোধনপূর্বক কলকারখানা/প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন আরো জোরদার

(ড) জনাব আসিফ জামান, ঢাকা টাইমস পত্রিকা জানান যে, পাঠ্যপুস্তক বা শিক্ষা কারিকুলামে অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ক বিষয়বস্তু অর্ন্তভুক্ত করা যায় কিনা এবং পুরান ঢাকার সরু গলিতে অগ্নি নির্বাপণে কি কি ব্যবস্থা নেয়া যায় তা জানতে চান।

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ হাবিবুর রহমান জানান যে, এই বছরে অগ্নিনিরাপত্তা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে অর্ন্তভুক্ত হবে না। এ বিষয়টি পরের বছরে পাঠ্যপুস্তকে অর্ন্তভূক্ত করার কাজ চলমান রয়েছে। পুরান ঢাকার সরু গলিতে অগ্নিনির্বাপণে তিন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এক- স্বল্পমেয়াদি, দুই- মধ্যমেয়াদি এবং তিন- দীর্ঘমেয়াদি। আপাতত স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে ছোট গাড়ি ক্রয় করা হচ্ছে যা দিয়ে সরু গলিতে অগ্নিনির্বাপণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সরু রাস্তা কিভাবে বড় করা যায় এ ব্যাপারে রাজউক ও সিটি কর্পোরেশন ভূমিকা পালন করবে।

(ঢ) জনাব শারমিন আক্তার শিল্পী, অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ জানান যে, অংশীজনে অংশগ্রহণের জন্য ব্যাংকিং অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি যুক্ত করা যায় কিনা এবং সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য মহড়া বাধ্যতামূলক করা যায় কিনা এ বিষয়ে জনাত চান।

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ হাবিবুর রহমান জানান, আগামী অংশীজনের সভায় ব্যাংকিং অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি যুক্ত করা হবে।

এ প্রসঙ্গে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের পরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেন্যান্স) লে: কর্নেল জিল্লুর রহমান, পিএসসি আরো জানান, বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড-এ বছরে কমপক্ষে ০২ (দুই) বার মহড়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

সভায় উপস্থিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগের, সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা-১ ও ২ শাখা) জনাব আফরোজা আক্তার রিবা বলেন, সকলের আলোচনার সারসংক্ষেপে পরিলক্ষিত হয় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে সেবা গ্রহিতারা সেবা প্রাপ্তিতে সন্তুষ্টি রয়েছে। তিনি সকলের গ্রহণযোগ্য মতামত/পরামর্শ বাস্তবায়নে সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে আশ্বস্ত করেন। তিনি বলেন দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে ঢাকা সিটি করপোরেশনের আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারিখ নির্ধারণ করে মহড়া পরিচালনা করলে অগ্নিসচেতনতা বৃদ্ধিসহ এ বাহিনীর কার্যক্রমে সুবিধা হবে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান যা সুরক্ষা সেবা বিভাগের অধীন একটি অধিদপ্তর। যাদের কার্যক্রম অত্যন্ত প্রশংসনীয়। যেকোনো দুর্যোগে সবসময় তাদের সেবা দ্রুত পাওয়া যায়। অন্যান্য সকল দপ্তরের সেবা ফায়ার সার্ভিসের মতো হওয়া উচিত এবং ওয়েবসাইটের সেবা বক্সে আরো পরামর্শ প্রদানের জন্য সকলকে অনুরোধ জানান। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে সকলের মূল্যবান মতামত দেয়ার জন্য সকলকে তিনি ধন্যবাদ জানান।

সভায় বিস্তারিত আলোচনায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-

ক্রমিক	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী
১	অগ্নিপ্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিষয়ক মৌলিক ধারণা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ	পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
২	ভলান্টিয়ারদের সতেজকরণ প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও গ্যাপ এরিয়াতে ভলান্টিয়ার অন্তর্ভুক্তকরণ	পরিচালক (প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
৩	দেশব্যাপি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারিখ নির্ধারিত করে মহড়া পরিচালনা করা	পরিচালক (অপারেশন ও মেইটেনেন্স)

সমাপনী বক্তৃতায় মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল বলেন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরণের সেবা প্রদান করে থাকে। এ অধিদপ্তর প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে সেবা গ্রহীতাদের নিকট হতে মতামত নেয়া হয়েছে। আপনাদের গ্রহণযোগ্য মতামত বাস্তবায়নে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সসহ সুরক্ষা সেবা বিভাগ কাজ করবে। সরকারের বিভিন্ন নির্দেশনা এবং সকল প্রতিষ্ঠানসহ সকলের সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে উপস্থিত বিভিন্ন অংশীজন ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করার আহবান জানান। তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অনুরোধ ও ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১০/৪/২২

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল
মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, এমফিল
মহাপরিচালক

চলমান-৫

স্মারক নং-৫৮.০৩.০০০০.০২০.৩৯.০০১.২২-৬৮২৭

তারিখ : ২৭/১২/১৪২৮ বঃ
২০/০৮/২০২২ খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রদান করা হলো:

১. অতিরিক্ত সচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা, [মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
২. পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)/ (অপারেশন ও মেইনটেনেন্স)/ (পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ)/ (প্রকল্প-২৫, সংশোধিত-৪৬)/ (প্রকল্প-১৫৬)/ (সেফার প্রকল্প)/ (ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প)/ (১১ মডার্ন প্রকল্প), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩. উপপরিচালক (অপারেশন ও মেইনটেনেন্স)/ (উন্নয়ন)/(পরিকল্পনা কোষ)/ (অ্যাম্বুলেন্স), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪. উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ----------------------------বিভাগ,--------------------------------- (সকল)।
৫. অধ্যক্ষ, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং কমপ্লেক্স, মিরপুর, ঢাকা।
৬. সহকারী পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)/ (ওয়্যারহাউজ ও ফায়ার প্রিভেনশন)/ (ক্রয় ও ষ্টোর)/ (অপারেশন)/ (উন্নয়ন)/ (প্রশিক্ষণ)/ (পরিকল্পনা কোষ), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭. সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, ঢাকা।
৮. সিনিয়র স্টাফ অফিসার, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা, [মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]।
৯. উপসহকারী পরিচালক (রিফর্ম সেল), ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, আইসিটি সেল, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা, (ওয়েবসাইটে আপলোডের জন্য)।

20/8/2022

মোঃ ওহিদুল ইসলাম
উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)